

Module: 11

কুফর; পরিচয়, প্রকারভেদ

কুফর এর শাব্দিক অর্থ:

الكفر في اللغة التغطية والستر.

কুফর অর্থ আচ্ছাদন করা ও গোপন করা।

কুফর এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

والكفر شرعا، ضد الإيمان...فإن الكفر عدام الإيمان بالله و رسله...سواء كان معه تكذيب أولم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل.

আর শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের বিপরীতকে বলা হয় কুফর। কেননা কুফর বলা হয় আল্লাহ ও তার রাসুলগনের প্রতি ঈমান না আনা, তার সাথে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থাক বা না থাক। বরং সন্দেহ বশত হোক অথবা উপেক্ষা করুক বা হিংসা ও অহংকার বশতঃ হোক, কিংবা রেসালতে অনুসরণ করা থেকে বাধা প্রধানকারী প্রবৃত্তির অনুসরণ। এ সমস্ত যাই হোক, সবই কুফর। যদিও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কুফুরী করার দিক দিয়ে বড়। অনুরূপভাবে রাসুলগনের সত্যতা বিষয়ে ইয়াক্বীন থাকা সত্ত্বেও হিংসা বশতঃ অস্বীকারকারীও মারাত্মক কাফির বলে গন্য হবে। [মাজমূউল ফাতাওয়া, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা-১২-৩৩৫]

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধানপ্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি.) বলেন: (ك ف ر) তিন অক্ষরে ক্রিয়া মূলটি একটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তা হল: ‘আবৃত করা বা গোপন করা’। কোন ব্যক্তি যদি তার পরিহিত বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম ‘কুফর’ করেছেন। চাষীকে ‘কাফির’ (আবৃতকারী) বলা হয়। কারণ তিনি শস্যদানকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন। ঈমান বা বিশ্বাস এর বিপরীত অবিশ্বাসকে ‘কুফর’ বলা হয়; কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে আবৃত করা। অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়। কারণ, এতে নেয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়। (ইবনু ফারিস, মু‘জামু মাকাইসিল লুগাহ ৫/১৯১)

কুফরী দুই প্রকার

১. কুফরে আকবার:

কুফরে আকবার বা বড় কুফর যা মানুষকে ইসলামী মিল্লাত হতে বের করে দেয়। উহা আবার পাঁচ ভাগঃ

(১) মিথ্যা প্রতিপন্নের মাধ্যমে কুফুরী করা। তার প্রমাণ আল্লাহ তা'য়ালার বানীঃ

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين

অর্থাৎ যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্বরন রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামে সে সব কাফেরের ঠিকানা হবে? [সূরা আনকাবুতঃ৬৮]

(২) সত্যকে জানা সত্ত্বেও অহংকার ও অস্বীকারের মাধ্যমে কুফুরী করা। ইহার প্রমাণ হল আল্লাহ তা'য়ালার বানীঃ

وإذ قلنا للملا ئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين

অর্থাৎ এবং যখন আমি আদম (আঃ) কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগনকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলিশ ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। [সূরা বাকারাহঃ ৩৪]

(৩) সন্দেহের মাধ্যমে কুফরী করা। আর ইহা হল ধারনার কুফুরী। ইহার প্রমান আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বানীঃ

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبید هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكن هو الله ربى ولا أشرك بربى احدا

অর্থাৎ নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বললো আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হবে এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালন কর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয় তবে সেখানে এর চেয়ে উত্তম পাব, তার সংগী তাকে কথা প্রসংগে বললো তুমি তাকে অস্বীকার করছ? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে অতঃপর বীর্য থেকে অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে কান্ত আমি তো একথাই বলি আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক করি না ॥সূরা কাহ্ফঃ৩৫-৩৮]

(৪) মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কুফরী।এর প্রমান হল আল্লাহ তায়ালার বানীঃ

والذين كفروا عما أُنذروا معرضون

অর্থাৎ আর কাফেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা আহকাফঃ৩]

(৫) কুফরে নেফাক বা মুনাফেকীর মাধ্যমে কুফরী করা। এর প্রমান হচ্ছে আল্লাহর বানীঃ

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون

অর্থাৎ এটা এজন্য যে তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়ে গেছে ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেলে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তারা বুঝে না। [সূরা মুনাফেকুনঃ৩]

২. কুফরে আসগার:

কুফরে আসগার বা ছোট কুফুরী। যা মানুষকে ইসলামী মিল্লাত হতে বের করে দেয় না। এই কুফুরী কাজের দ্বারা সংঘটিত হয়। এই কুফুরী ঐ সমস্ত পাপকে বলা হয়, যার নাম কুরআন ও সুন্নাহতে কুফুরী নামে উল্লেখ হয়েছে কিন্তু উহা বড় কুফুরীর সীমা পর্যন্ত পৌছে না। যেমন নেয়ামত সমূহের কুফুরী করা।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরন। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। [সূরা নাহলঃ১২২]

আর যেমন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা। রাসূল সা. বলেন-

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

অর্থাৎ কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী কাজ আর তার সাথে লড়াই করা কুফুরী। [বুখারী, মুসলিম]

নবীজী (সাঃ) আরো বলেন-

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفْرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অর্থাৎ তোমরা আমার মৃত্যুর পর এমন কুফুরীতে ফিরে যেও না, যার দরুন তোমরা পরস্পরের গর্দান উড়িয়ে দিবে। [বুখারী, মুসলিম]

আর যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা।

নবীজী (সাঃ) বলেন-

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম করল, সে ব্যক্তি কুফুরি করল, অথবা শিরক করল (তিরমিযী-১৫৩)

এ বিষয়ে মহা পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

অর্থাৎ হে ঈমানদারগন তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহন করার বিধান আরোপ করা হয়েছে। [সূরা বাকারা:১৭৮]

সুতরাং তিনি (আল্লাহ) হত্যাকারীকে ঈমানদারদের মধ্য থেকে বের করে দেননি এবং তাকে কেসাস গ্রহনকারী অভিভাবকের ভাই হিসাবে গন্য করেছেন। অতঃপর বলেন-

فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان

অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মার্ফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তা প্রদান করতে হবে। [সূরা বাকারা-১৭৮]

এখানে ভাই বলতে নিঃসন্দেহে দ্বীনী ভাই বুঝানো হয়েছে। এবং আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেছেনঃ

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

অর্থাৎ যদি মুমিনদের দুদল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। [সূরা হুজরাত:৯]

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

অর্থাৎ মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে। [সূরা হুজরাত:১০]

বড় কুফর ও ছোট কুফরের মাঝে পার্থক্য:

১. বড় কুফরী ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং আমলসমূহ নষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে ছোট কুফরী ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করেনা এবং আমল ও নষ্ট করে না। তবে তা তদানুযায়ী আমলে ত্রুটি সৃষ্টি করে এবং লিপ্ত ব্যক্তিকে শান্তির মুখোমুখি করে।
২. বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। কিন্তু ছোট কুফরীর কাজে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবেনা। বরং কখনো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।
৩. বড় কুফরীতে লিপ্ত হলে ব্যক্তির জান মাল মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যায়। অথচ ছোট কুফরীতে লিপ্ত হলে জান মাল বৈধ হয়না।
৪. বড় কুফরীর ফলে মুমিন ও অত্র কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। তাই সে ব্যক্তি যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন, তাকে ভালবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা মুমিনদের জন্য কখনোই বৈধ নয়। পক্ষান্তরে ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে কোন বাধা নেই। বরং তার মধ্যে যতটুকু ঈমান রয়েছে সে পরিমান তাকে ভালবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত এবং যতটুকু নাফরমানী তার মধ্যে আছে, তার প্রতি ততটুকু পরিমান ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করা যেতে পারে।

কুফরির পরিণাম

আল্লাহর হুকুম আহকাম ইত্যাদি অবিশ্বাস করাই হল কুফর বা কুফরি করা। যে ব্যক্তি কুফরি করে তাকে বলা হয় কাফির। আল্লাহ তাআলাকে যারা অস্বীকার করবে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কুরআনের কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হলো-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

“নিশ্চয় মুশরিক ও আহলে কিতাবের যারা কুফরি করেছে তাদের স্থান জাহান্নামে। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই হলো সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টিজীব।” (সূরা বাইয়্যাতা : আয়াত ৬)

সুতরাং কাফিরদের স্থান হবে জাহান্নামে। এবং সেখানে তারা সারাজীবন থাকবে।

এছাড়া দুনিয়াতেও কাফিরদের জন্য আযাব রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।” (সূরা আল আ’রাফ, আয়াত ৯৬)

এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যারা কুফরি করে তারা দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় এবং পরকালেও ভোগ করবে কঠিন আযাব।

সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট কুফর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।